জাল ভিসায় ইতালি পাঠিয়ে প্রতারণা, সিআইডির অভিযানে গ্রেপ্তার ১



ছবি: সংগৃহীত

ইতালিতে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে দুই যুবকের কাছ থেকে ৪০ লাখ টাকা নিয়ে জাল ভিসা দেওয়ার অভিযোগে মানবপাচার মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) মো. ছুফি উল্লাহ স্বাক্ষরিত সোমবার (১২ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার মো. কামাল হোসেনের (৪৭) বাড়ি কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার বড়াইয়া, কৃষ্ণপুর এলাকায়। গত ১১ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, ইতালিতে চাকরি ও উন্নত জীবনের আশ্বাস দিয়ে দুই যুবককে দেশটিতে পাঠানোর প্রস্তাব দেয় একটি মানবপাচার চক্র। প্রত্যেকের জন্য ৩০ লাখ টাকা করে চুক্তি হলেও দুই যুবক অভিযুক্তদের বিভিন্ন সময়ে ২০ লাখ টাকা করে মোট ৪০ লাখ টাকা দেন।

অভিযোগে বলা হয়, গত ২৬ মে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ইতালি যাওয়ার জন্য তাঁদের টিকিট ও ভিসা দেওয়া হয়। রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁদের পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকিট যাচাই করে। এ সময় পাসপোর্ট সঠিক থাকলেও পাসপোর্টে লাগানো ইতালির শেনজেন ভিসা জাল বলে জানানো হয়। পরে তাঁদের আটক করা হয় এবং ২৮ মে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়।

দেশে ফিরে ভুক্তভোগীদের একজন বিমানবন্দর থানায় মামলা করেন। মামলায় মানবপাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধসংক্রান্ত আইন এবং দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনা হয়।

সিআইডি জানায়, মামলার তদন্তে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কামাল হোসেনকে শনাক্ত করা হয়। পরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

গ্রেপ্তার আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত করা, অর্থের লেনদেন ও বণ্টনের তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় যাচাইয়ে তদন্ত চলছে। তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সিআইডি।